দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1 ...

0 016

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান জেনারেল (অবঃ) মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী আর নেই। লন্ডনের এক হাসপাতালে গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

বীর সৈনিক জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুর খবর ঢাকায় পৌঁছানোর পর সকল মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ গতরাতে এক শোকবাণীতে বলেনঃ এই মহান সৈনিকের মৃত্যুতে জাতি আজ শোকাভিভূত।

শোকের প্রকাশ হিসাবে সরকার আজ সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বিভিন্ন মহলের শোক

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুতে বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক, শ্রমিক, ছাত্র ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন শোক প্রকাশ করেছে।

আতাউর রহমান খান

জাতীয় জোটের চেয়ারম্যান জনাব আতাউর রহমান খান এক শোক বিবৃতিতে বলেন, মরহুম ওসমানী ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি অবিচলভাবে নিষ্ঠাবান, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

সম্পাদক পরিষদ ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের শোক

বাংলাদেশ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জনাব ওবায়দুল হক ও জনাব গোলাম রসুল মল্লিক গতকাল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক জনাব এম এ জি ওসমানীর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেন।

বিবৃতিতে তাঁরা মরহুম নেতাকে একজন অসামান্য জাতীয়তাবাদী নেতা বলে উল্লেখ করে বলেন যে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের একজন অবি-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানীর ইন্তেকাল

সর্বত্র শোকের ছায়াঃ আজ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত

চল্লিশ দিনের শোক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত জেনারেল ওসমানী তাঁর প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্যে ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁর স্থান ছিল পিতৃপুরুষের। ১৯৭৫ সালের আগস্ট এবং নবেম্বরের সংকটকালে তাঁর দৃঢ় ভূমিকা জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চিরকুমার এই জাতীয় বীর অনেকটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দীর্ঘদিন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উন্নততর চিকিৎসার জন্যে তিনি গত ডিসেম্বর মাসে লন্ডন যান। গত বুধবার আকস্মিকভাবে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে।

জেনারেল ওসমানী ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে সিলেট থেকে তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বেসামরিক বিমান, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের প্রতিবাদে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই বছরের ১৫ই আগস্টের পর তিনি সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জাতীয় জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৮ এবং ১৯৮১ সালে তিনি দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

সিলেট থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানানঃ জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুর খবরে তাঁর পৈতৃক নিবাস সিলেটের জনগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। বিকাল চারটার কিছু পরে প্রথমে সোনালী

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ওসমানী ন'কোটি হৃদয়ে চিরস্মরণীয়ঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বৃহস্পতিবার জেনারেল এম এ জি ওসমানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

বাসসের খবরে প্রকাশ, এক শোক বার্তায় প্রেসিডেন্ট বলেন, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর লন্ডনের একটি হাসপাতালে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর ইন্তেকালের খবর পেয়ে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত।

তিনি বলেন, এই বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে আপামর দেশবাসীর সঙ্গে তিনিও শোকাভিভূত এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি জানাচ্ছেন আন্তরিক সমবেদনা।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর বার্তায় বলেন, যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এক স্বাধীন, মুক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে সে যুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর অবদানের

(শেষ পৃঃ ১-এর কলম দ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৭১ সালে জাতীয় জীবনের এক দুর্যোগঘন মুহূর্তে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে একজন সৈনিকের কর্মজীবনের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গগনে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল এক অনন্য ব্যক্তিত্বরূপে। রাজনৈতিক সততা, আপন বিশ্বাসে আপোসহীন ভূমিকা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার দুর্লভ গুণাবলী নিয়ে পদচারণা করেছিলেন তিনি এই অঙ্গনে। তিনি জেনারেল এম এ জি ওসমানী। জন্ম ১৯১৮ সালে, সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে। শৈশব ও

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1 ...

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(১ম পৃঃ পর)

কৈশোরে লেখাপড়া করেছেন আসামের কটন স্কুলে। পরে সিলেটের গভর্নমেন্ট কলেজে। সেখান থেকে ১৯৩৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন তিনি।

এর পরের শিক্ষাজীবন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখান থেকেই আইএ ও বিএ পাস করেন।

জেনারেল ওসমানী এমএ শেষ পর্বের ছাত্র থাকাকালেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তখন ১৯৩৯ সাল। দেরাদুনে সামরিক একাডেমীতে কোর্স শেষ করে পরের বছর তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কমিশন প্রাপ্ত হন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কনিষ্ঠতম মেজর হয়ে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

আজীবন অকৃতদার জেনারেল ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে দশ বছর কর্নেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৭ সালে অবসর নেন। ষাটের দশকের শেষভাগে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন।

২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হবার পর জেনারেল ওসমানী সীমান্তের ওপারে চলে যান। শুরু হলো মুক্তি সংগ্রাম, ওসমানী হলেন বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

স্বাধীনতার পর জাতির প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ওসমানীকে পূর্ণাঙ্গ জেনারেলের পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ৭২-এর ৭ই এপ্রিল তিনি সক্রিয় সার্ভিস থেকে অবসর নেন। ঐ মাসেই তিনি আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে পুনরায় পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে ওসমানী চতুর্থ সংশোধনী ও একদলীয় ব্যবস্থা বাকশাল চালুর প্রতিবাদে সংসদ সদস্য পদে ইস্তফা দেন। ঐ বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তিনি তদানীন্তন মোশতাক সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হন।

১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক দলবিধি জারি হবার পর জেনারেল ওসমানী নিজ রাজনৈতিক দল জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৮ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৮১-এর নবেম্বরের নির্বাচনেও তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন।

জীবনের শেষ দুটি বছর জেনারেল ওসমানী সক্রিয় রাজনীতি থেকে কার্যত সরে দাঁড়ান এবং সিলেটের গ্রামের বাড়িতে অধিকাংশ সময় কাটাতে থাকেন। অবসরের পেশা হিসাবে তিনি কলম হাতে নিয়েছিলেন, লিখছিলেন আত্মজীবনী। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। প্রথমে ১৯৮৩ সালের মার্চে তাকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শরীরে দেখা দিয়েছিল হিমোগ্লোবিন স্বল্পতা ও অন্যান্য জটিলতা।

কয়েক মাসের চিকিৎসার পর বিশেষজ্ঞরা তাঁকে বিদেশে পাঠানোর অভিমত দেন। গত ডিসেম্বরে তাঁকে লন্ডনের সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহ-

এরশাদ

(১-এর পৃঃ পর)

কথা এদেশের প্রতি ঘরের প্রতি মানুষেরই জানা।

তিনি বলেন, একজন সৈনিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশের ৯ কোটি মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

ব্যাংকের টেলেক্সে লন্ডন থেকে তার মৃত্যুর এই খবর এই শহরে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানের টেলেক্সও এই শোকের খবর সিলেটে বয়ে আনে। পরে টেলিফোন আসে লন্ডন থেকে ৬১২২ নম্বর টেলিফোনে। এই টেলিফোন জেনারেলের নাইয়রপুলস্থ বাসভবন জোবেদা মঞ্জিলের।

অসংখ্য মানুষ দ্রুত জোবেদা মঞ্জিলে ভিড় করেন। বাড়িতে নেমে আসে শোকের থমথমে পরিবেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একজন দারোয়ান ও একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া এই বাড়িতে স্থায়ীভাবে কেউ থাকেন না। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই বাড়িতে কোরান খানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিরান এই বাড়িতে শোকাভিভূত সিলেটবাসীদের আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

আজ বিকালে সিলেট রেজিস্টার ময়দানে এক গণশোকসভার আয়োজন করা হয়েছে।

সম্ভবতঃ জেনারেল ওসমানীর মরদেহ হযরত শাহজালালের মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হবে। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তার মা—জোবেদা খাতুন। মৃত্যুর পর মায়ের কবরের পাশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন জেনারেল ওসমানী। এ তথ্য পাওয়া গেছে পারিবারিক সূত্রে।

পরিষদের শোক

(প্রথম পৃঃ পর)

চেছদ্য সত্তা হিসাবে স্মরণ করা হবে। খবর এনার।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ ও বর্ষীয়ান রাজনীতিক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ইন্তেকালে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আহমেদ হুমায়ুন ও মহাসচিব জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান মিয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন। খবর বাসসর।

এক শোকবাণীতে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, এই নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অমূল্য অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে এবং জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রেসক্লাব

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শাফকুর রহমান এক শোকবাণীতে বলেন, জাতির এক সংকট সন্ধিক্ষণে জেনারেল ওসমানীর মত একজন প্রবীণ রাজনীতিক ও মহান মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

তাঁরা বলেন, আজীবন কর্ম ও বিশ্বাসে অবিচল জেনারেল ওসমানী কখনো আদর্শের প্রশ্নে আপোস করেননি। জাতি তাঁর জন্য গর্বিত।